

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49884 - শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রমযানের কাযা রোযা পালনে কোন অসুবিধা নাই

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমযান মাসে গর্ভধারণ ও প্রসব করার কারণে আমার বশে কিছু রমযানের রোযা কাযা ছিল। আলহামদুলিল্লাহ; আমি সেরোযাগুলো কাযা পালন করছি; তবে অবশিষ্ট সাতদিন ছাড়া। এ সাতটি রোযার মধ্যে তিনটি শাবান মাসের অর্ধকে অতবাহতি হওয়ার পর পালন করছি। রমযানের আগই আমি বাকী রোযাগুলোও পালন করতে চাই। আপনাদের ওয়েব সাইটে আমি পড়ছি যে, ঐ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য শাবান মাসের দ্বিতীয় অর্ধাংশে রোযা রাখা জায়যে নাই; যে ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযার মধ্যে এদিনগুলো পড়ে। আপনারা আমাকে জানাবেন (আল্লাহ আপনাদেরকে জ্ঞান দান করুন), আমার যে রোযাগুলো অবশিষ্ট আছে আমি কি এখন সে রোযাগুলো রাখব? যদি জবাব না-বোধক হয়; তাহলে আমি যে তিনদিন রোযা রাখছি সে তিনটি রোযার কি হবে? সেগুলো কি দ্বিতীয়বার কাযা করতে হবে; নাকি কাযা করতে হবে না?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, “শাবান মাসের অর্ধকে পার হলে তোমরা রোযা রাখ না।” [সুনানে আবু দাউদ (৩২৩৭), সুনানে তরিমযি (৭৩৮) ও সুনানে ইবনে মাজাহ (১৬৫১), আলবানি সহি তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহি আখ্যায়তি করছেন]

এ নযিধোজ্জাগর বাহরিতে থাকবে:

১. কোন ব্যক্তির অভ্যাসগত রোযা। যমেন- জনকে ব্যক্তি প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখতে থাকেন। তিনি তাঁর এ রোযাগুলো অব্যাহত রাখবেন; এমনকি সেটা যদি শাবান মাসের অর্ধকে অতবাহতি হওয়ার পরে হয় তবুও। এর দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “তোমাদের কেউ রমযানের একদিন কিংবা দুইদিন আগে রোযা রাখবে না। তবে, কেউ যদি কোন রোযা রাখতে এসে থাকে তাহলে সে ব্যক্তি সে রোযা রাখতে পারে।” [সহি বুখারী (১৯১৪) ও সহি মুসলিম (১০৮২)]

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

২. যবে ব্যক্তিশাবান মাসরে অর্ধকে পূরণ হওয়ার আগ থেকেই রোযা রেখে আসে এবং অর্ধকের পরেও লাগাতার রোযা রেখে যায় তাহলে সে ব্যক্তিও এ নষিধোজ্জ্ঞার অধীনে পড়বে না। এর দলিল হচ্ছ- আয়শো (রাঃ) এর বাণী: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটো শাবান মাস রোযা রাখতনে। অল্প কয়টি দিনি ছাড়া বাকী শাবান মাস রোযা রাখতনে।”[সহিহি বুখারী (১৯৭০) ও সহিহি মুসলিম (১১৫৬) হাদিসরে ভাষ্য ইমাম মুসলিমরে]

ইমাম নববী বলেন:

আয়শোর বাণী: “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটো শাবান মাস রোযা রাখতনে। অল্প কয়টি দিনি ছাড়া বাকী শাবান মাস রোযা রাখতনে।” দ্বিতীয় কথাটি প্রথম কথাটির ব্যাখ্যাস্বরূপ। তিনি যবে বলছেন ‘গোটো’ শাবান মাস এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ- ‘অর্ধকাংশ’ শাবান মাস।

এ হাদিসটি প্রমাণ করে যবে, শাবান মাসরে অর্ধকে অতবাহতি হওয়ার পরও রোযা রাখা জায়যে; তবে যবে ব্যক্তি অর্ধকের আগে থেকেই রোযা চালিয়ে আসবে তার জন্য।

৩. অনুরূপভাবে এ নষিধোজ্জ্ঞার বাহরিরে থাকবে রমযান মাসরে কাযা রোযা।

ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৬/৩৯৯) বলেন:

আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ বলেন: রমযান মাসরে অব্যবহতি পূর্বে ইয়াওমুশ শাক্ক বা সন্দহেরে দিনি রোযা রাখা সহিহি নয়; এ ব্যাপারে দ্বিমিত নহে। তবে কেউ যদি কাযা রোযা, কথিবা মানতরে রোযা কথিবা কাফফারার রোযা রাখে তাহলে জায়যে হবে। কেননা, এ দিনি কারণ সম্বলতি নফল রোযা রাখা যদি জায়যে হয়; তাহলে ফরজ রোযা রাখা জায়যে হওয়া অর্ধকি উপযুক্ত। কেননা, সে ব্যক্তির উপর যদি রমযানরে শুধু একটরি রোযা কাযা থাকে তাহলে সেটো কাযা পালন করা তার উপর ফরযে আইন বা সুনরিদ্ষিট ফরজ হয়ে যায়। যহেতে কাযা পালন করার সময় একবোরবে সংকীরণ হয়ে গেছে।[সমাপ্ত]

সন্দহেরে দিনি হচ্ছ- শাবান মাসরে ত্রিশি তারখি; যদি মঘেরে কারণে কথিবা ধুলরি কারণে কথিবা এ জাতীয় অন্যকোন কারণে এইদিনি চাঁদ দেখো না যায়। এ দিনিকে এজন্য সন্দহেরে দিনি বলা হয় যহেতে এ দিনিটি কিশাবান মাসরে শেষে দিনি; নাকি রমযান মাসরে প্রথম দিনি এ বিষয়টি সন্দহেপূরণ।

উত্তরে সারাংশ হচ্ছ-

শাবান মাসরে দ্বিতীয় অর্ধাংশে রমযানরে কাযা রোযা রাখতে কোন অসুবিধা নহে। শাবান মাসরে অর্ধকে অতবাহতি হয়ে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

গলে রোযা না রাখার য়ে নযধোজ্ঞা সইে নযধোজ্ঞা এই রোযাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

অতএব, আপনার তনিদনি রোযা রাখা সহি এবং রমযান মাস শুরু হওয়ার আগে বাকী দনিগুলোর কাযা রোযা পালন করা আপনার উপর কর্তব্য।

আল্লাহই ভাল জাননে।